

سُورَةُ الْأَخْقَافِ مَكِّيَّةٌ

৪৬-সূরা আল্ আহ্‌কাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৬ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। হা মীম ।

حَمْدٌ

৩। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় আল্লাহর নিকট হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

৪। আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথ উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ই উহা হইতে বিমুখ হয় যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে ।

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذُنُوا مُعْرِضُونَ

৫। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি কিছু জান যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক ?' আমাকে দেখাও তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা আকাশসমূহের (সৃষ্টির) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ আছে কি ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে ইহা পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার সম্মুখে পেশ কর অথবা জানগত পরম্পরাগত কোন নিদর্শন পেশ কর ।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِنِّي أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ هَذَا إِذَا لَرَّةٌ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৬। এবং এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথদ্রষ্ট আর কে হইতে পারে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন অস্তিত্বকে ডাকে যাহা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার ডাকে সাড়া দিতে পরিবে না, এবং তাহারা তাহাদের দোম্মা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রাকেল ?

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ

৭। এবং যখন মানব জাতিকে (তাহাদের মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করিয়া একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা (অলীক মা'বুদের) তাহাদের (অলীক মা'বুদের ইবাদতকারীদের) শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে ।

وَإِذَا حُسِبَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ

৮। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ আরম্ভ করা হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা সত্যকে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

৯। তাহারা কি এইরূপ বলে যে, 'সে নিজেই ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা স্বয়ং মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আল্লাহর মোকাবেলায় আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমরা বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছ উহা তিনি সর্বাধিক জানেন। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। বস্তুতঃ তিনি অতীব ক্ষমামণী, পরম দয়াময়।'

১০। তুমি বল, 'আমি কোন অভিনব রসূল নহি, আমি জানি না আমার সংগে কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সংগেই বা কি ব্যবহার করা হইবে। আমি কেবল উহারই অনুসরণ করিয়া চলি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়; এবং আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

১১। তুমি বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি ইহা আল্লাহর নিকট হইতে নামেন হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর অথচ বনী ইসরাঈল হইতে একজন সাক্ষী তাহার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্য দান করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তোমরা অহংকার কর (তাহা হইলে ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে)?' আল্লাহ্ যালেম জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না।

১২। এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা উহাদিগকে বলে যাহারা ঈমান আনে, 'যদি ইহা (কুরআন) কল্যাণময় হইত তাহা হইলে তাহারা আমাদের আগে ইহার উপর ঈমান আনিতে পারিত না।' অতএব যখন তাহারা ইহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিল না, তখন নিশ্চয় তাহারা এই কথাই বলিবে, 'ইহা বহু পুরাতন মিথ্যা।'

১৩। এবং ইহার পূর্ব মূসার কিতাব ছিল পথ-প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ, এবং এই কিতাব যাহা (পূর্ব বর্ণিত ডবিশাদ্বানীর) সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় বর্ণিত, যেন ইহা যালেমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলগণকে সুসংবাদ দেয়।

وَإِذْ أَخَذْنَا عَلَيْهِمْ الِأَيْمَانَ يَنْتَهِىَ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِحَقِّ لُبَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّؤْتِنٌ ۝

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاةٍ مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بَنِي وَلَا يَكْمُرَانِ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّؤْتِنٌ ۝

قُلْ أَنَا نَذِيرٌ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۖ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَارٌ قَدِيمٌ ۝

وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا عَزَّيْنَا عِندَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَنُزُلٌ لِّلْمُحْسِنِينَ ۝

১৪। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক; অতঃপর তাহারা ইহার উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়ম থাকে, অবশ্য তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৫। ইহারা ই আম্মাতের অধিবাসী, তাহারা উহাতে চিরকাল বাস করিবে— সেই কর্মের বিনিময় স্বরূপ যাহা তাহারা করিত।

১৬। এবং আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত সম্বাবহার করিবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, কারণ তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে, এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও দুধ ছাড়াইতে ত্রিশ মাস নাসিয়াছে; অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দান কর, যাহাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি যাহা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করিয়াছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধ্যেও পূণ্য প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমি আশ্বাসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৭। ইহারা ই এমন লোক যাহাদের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে আমরা গ্রহণ করিব এবং তাহাদের মন্দ কর্মসমূহকে উপেক্ষা করিব, তাহারা আম্মাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যাহা তাহাদের সহিত করা হইতেছে।

১৮। এবং ঐ ব্যক্তি কেমন (হতভাগা), যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা কি এই বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ যে আমাকে (কবর হইতে পুনঃ) বহির্গত করা হইবে অথচ আমার পূর্বে বংশের পর বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে?' এবং তাহারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ করে, (এবং বলে হে বৎস!) 'খিক তোমাকে! তুমি ঈমান আন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীগণের উপকথা বাতীত কিছুই নহে।'

১৯। ইহারা ই এমন লোক, যাহাদের উপর (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহারা জিম্ম ও ইনসানের সেই সকল জাতির

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٤﴾

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِمَا كَانُوا يَحْكُمُونَ ﴿١٦﴾
أُمُّهُ كُفْرًا وَوَضَعْتَهُ كُفْرًا وَحَمَلَهُ وَفِضْلُهُ تَكْوِينُ شَهْرًا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنَيْتُ لِلَّهِ دَارِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٧﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الْوَعْدِ الَّذِينَ كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿١٨﴾

وَالَّذِي قَالَ لِلْإِنْسَانِ أَيُّ لَكُمْ أَعْتَذِرُونَ أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَيْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهَذَا يَسْتَعْجِلُ فِي اللَّهِ وَبِكَ آمِنُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يُقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَسْمِهِمْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الْأَرْحَامُ

অন্তর্গত, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

كَانُوا خَاسِرِينَ ۝

২০। এবং তাহারা যে কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে, ইহা এই জন্য যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন, এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ ۝
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

২১। এবং যেদিন তাহাদিগকে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আশুনের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'তোমরা তোমাদের পার্থিব-জীবনে নিজেদের সমস্ত উত্তম বস্তু খরচ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ এবং তন্মারা পূর্ণরূপে সুখ ভোগ করিয়াছ; সুতরাং আজ তোমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে নাস্তানাজনক আয়াব; এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিতে এবং এই কারণে যে, তোমরা দুষ্কর্ম করিতে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ لِمِ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَعْتَمَرْتُمْ بِهَا
قَالُوا لِمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ إِذْ كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّا لَنَكُنَّمُ تَصَفِّتُونَ ۝

২২। এবং 'আদ' জাতির ভাইকে (হদকে) সম্মরণ কর, যখন সে তাহার জাতিকে আহ্‌কাফ (বানির টিনাসমূহ) সতর্ক করিয়াছিল এবং তাহার পূর্বেও এবং তাহার পরেও অনেক সতর্ককারী গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের আযাবের আশংকা করিতেছি।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَابِ
قَدْ خَلَتْ لِنَاكَ الْأَنْبَاءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ
أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

২৩। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য আসিয়াছ যেন তুমি আমাদের নিকট আমাদের মা'ব্দসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পার? অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের নিকট সেই সব বিষয় নইয়া আস যাহার ভয় তুমি আমাদের দেখাইতেছে।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَاخِذَكَ عَنْ إِلَهِنَا فَأَيُّ آيَةٍ
تَأْتِينَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

২৪। সে বলিল, 'প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট আছে এবং আমি তোমাদের নিকট কেবল সেই শিক্ষাই পৌছাইয়া দিতেছি যাহা নইয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু আমি যে তোমাদিগকে এক অজ্ঞ জাতিরূপে দেখিতেছি।'

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَإِن لَّيُكُنَّ النَّارُ
بِهِ وَلَكِنَّ آيَاتِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

২৫। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে (আযাবকে) এক মেঘের আকারে তাহাদের উপত্যকাসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা এক মেঘ, যাহা আমাদের উপর ঝুটি বর্ষণ করিবে (আমরা বলিলাম) 'না, বরং ইহা সেই আযাব যাহা তোমরা তাড়াতাড়ি চাহিয়াছ— এক বায়ু, যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিহিত আছে;

فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارِبًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا
غَارِبٌ مُّسْطَرٌّ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২৬। যাহা ইহার প্রতিপালকের আদেশক্রমে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়া যাইতে থাকিবে।' ফলে তাহাদের প্রভাত হইল এমন অবস্থায় যে, তাহাদের গৃহগুলি ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিকূল দিয়া থাকি।

২৭। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে (যে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদিগকে উহাতে প্রতিষ্ঠিত করি নাই; এবং আমরা তাহাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় কোন কিছুই তাহাদের উপকারে আসিল না; কারণ তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করিত; এবং যে আয়াত লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

تَذُقُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرْ ۚ
إِلَّا مَسْكَنَهُمْ لَكَ لِكَيْ تَجْزِيَ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِينَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ
إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ الظُّلُمُ
فِيهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

২৮। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের চতুর্দলার্ববতী জনপদসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, অথচ আমরা নিদর্শনসমূহকে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহারা (হঠকারিতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا وَكَّلَكُمُ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

২৯। অতএব তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে (তাঁহার) নৈকট্যলাভের জন্য যাহাদিগকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্য করিল না? বরং তাহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা ছিল তাহাদের মিথ্যা এবং যাহা তাহারা মিথ্যা রচনা করিত (উহার পরিণতি)।

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ذُرِّيًّا
إِلَٰهَةً يُبْلِ صُلُوعُهُمْ وَذَلِكَ أَفْئِدَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
يَفْقَرُونَ ۝

৩০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমার নিকট জিম্মদের এক দলকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম, যাহারা কুরআন শুনিতে চাহিয়াছিল; অতঃপর যখন তাহারা ইহার (কুরআন আরবির মজলিসের) সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন তাহারা একে অপরকে বলিল, 'চুপ কর,' অতঃপর যখন ইহা (কুরআন আরবি) শেষ হইল তখন তাহারা নিজেদের জাতির নিকট (তাহাদের জন্য) সতর্ককারী হইয়া ফিরিয়া গেল।

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَ الْجِنِّ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا خَصَّوهُ قَالُوا أَنْصَبُوا فَلَمَّا خَفَىٰ وَلُوا إِلَىٰ
قَوْمِهِمْ مُّتَذَرِينَ ۝

৩১। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের জাতি! আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা মুসার পরে নাথেন করা হইয়াছে, যাহা ইহার সমুদায় কিতাবের সত্যায়ন করিতেছে, (মানুষকে)

قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى

সত্য এবং সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে;

طَرِيقِي مُسْتَقِيمٌ ⑩

৩২। হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন, ফলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে যশ্চাদায়ক আশাব হইতে রক্ষা করিবেন।

يُؤْمِنَا أَجْمَعُونَ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجْزِلَكُمْ مِنْ مَذَآبِ النَّارِ ⑩

৩৩। এবং যে আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (তাঁহাকে) আদৌ পরাভূত করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক হইবে না। ইহারাই স্পষ্ট পথপ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত আছে।

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ آلِيَاءٌ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑩

৩৪। তাহারা কি অনুধাবন করে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের স্বজনে তিনি ক্রান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করিতেও সক্ষম? নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَمْ يَتَّخِ يَخْلُقْهُنَّ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ
بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩

৩৫। এবং যেদিন কাফেরদেরকে আশুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে (এবং বলা হবে) 'ইহা কি সত্য নহে?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ! আমাদের প্রতিপালকের কসম (ইহা সত্য)।' তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যেহেতু অস্বীকার করিতে এই জন্য আশাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا
بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ⑩

৩৬। সুতরাং তুমিও ধৈর্যধারণ কর যেভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের জন্য শীঘ্র (আশাব কামনা) করিও না। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা এই পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্ত বাতিরেকে অবস্থান করে নাই। (এই সত্যকবানী) পৌছানো হইল, অতএব দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি বাতিরেকে কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا
تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ
لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَّغْهُمْ نَهْلَ جَهَنَّمَ
إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ⑩